আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন

জেলা: ফেনী

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ : ১৫ জানুয়ারি, ২০২০ বুলেটিন নং ১১১	১৫ জানুয়ারি হতে ১৯ জানুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি (১১ জানুয়ারি হতে ১৪ জানুয়ারি , ২০২০ তারিখ পর্যন্ত)

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	১১ জানুয়ারি	১২ জানুয়ারি	১৩ জানুয়ারি	১৪ জানুয়ারি	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১৮.২	২০.৯	২০.৫	২৪.৪	১৮.২-২৪.৪
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১৪.৯	১৫.১	১৩.৮	১২.০	১২.০-১৫.১
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৭৬.০-৯১.০	৬৮.০-৯৭.০	৭৫.০-১০০.০	৫৭.০-১০০.০	৫৭.০-১০০.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৫.৬	১.৯	০.০	০.০	০.০-৫.৬
মেঘের পরিমান (অক্টা)	৯	৬	৬	৩	৩-৯
বাতাসের দিক	উত্তর/ উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/ উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/ উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/ উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/ উত্তর-পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ৫ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
১৫ জানুয়ারি হতে ১৯ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৭.২-২৮.৮
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১১.৬-১২.৩
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৪০.০-৬৪.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	২.৭-২.৮
মেঘের পরিমান (অক্টা)	আংশিক মেঘাচ্ছন্ন আকাশ
বাতাসের দিক	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

সাধারন পরামর্শ: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এর তথ্য অনুযায়ী জেলার সর্বত্র আগামী ২৪ ঘন্টা অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে । মধ্যরাত থেকে সকাল অবধি মাঝারী থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে। রাত এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এর তথ্য অনুযায়ী আগামী ৭২ ঘন্টা, রাত এবং দিনের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। গত ৪দিন জেলায় বৃষ্টি হয়নি। মধ্য মেয়াদী পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ৫ দিন জেলায় শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করবে। বিদ্যমান আবহাওয়ার কারনে রবি ফসল সংগ্রহ এবং জমিতে প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ,সার এবং বালাইনাশক প্রয়োগের পরামর্শ দেয়া হলো। এসময় দন্ডায়মান ফসল, গবাদিপশু, হাঁসমুরগী এবং মাছের প্রতি অধিক যত্নবান হতে হবে।

সবজি:

- প্রয়োজনে সেচ প্রদান করুন।
- কচি গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- ঠান্ডা আবহাওয়ায় ঢেঁড়শের হলুদ মোজাইক রোগ দেখা দিতে পারে। সিস্টেমিক ছত্রাক নাশক প্রয়োগ করতে হবে
- বহুবর্ষজীবী সবজির ক্ষেত্রে অর্গানিক মালচিং এর ব্যবস্থা করুন।
- টমোটেতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- টমেটোর হলুদাভ বাদামী দাগ রোগ দেখা দিলে ২.৫-৩ গ্রাম/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে প্রে করুন।
- ফুলকপি এবং বাধাঁকপির আগাছা তুলে ফেলুন।
- টমেটো,বেগুন এবং মরিচে ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ সনাক্ত করতে মনিটরিং বাড়াতে হবে। পোকার আক্রমণ দেখা দিলে ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।

বোরো ধান:

- প্রয়োজনে সেচ সুবিধাসহ বোরো ধানের বীজতলা তৈরি অব্যাহত রাখুন।
- বোরো ধানের চারাগাছে সকালে জমে থাকা শিশির অপসারণ করতে হবে।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতকে ২৮৩ গ্রাম হারে ইউরিয়া প্রয়োগ করুন।
- ইউরিয়া প্রয়োগের পরও গাছ হলুদ থাকলে ৪০০গ্রাম জিপসাম প্রতি শতকে প্রয়োগ করুন।
- অঙ্কুরোদগম ভালোভাবে হওয়ার জন্য বীজতলায় ছাই ছিটিয়ে দিন।
- এসময় তাপমাত্রা হঠাৎ কমে যেতে পারে তাই বীজের অঙ্কুরোদগম ও চারার বৃদ্ধিতে নিম্ন তাপমাত্রার প্রভাব কমিয়ে আনতে বীজতলা দিনের বেলা পলিথিনের শীট দিয়ে ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিকেলে তা সরিয়ে ফেলতে হবে। এছাড়া রাতের বেলা সেচ দিয়ে খুব ভোরে পানি সরিয়ে ফেলে ঠান্ডা আবহাওয়ায় চারার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা যায়।
- বীজতলায় ২-৩ সে.মি. পানির স্তর বজায় রাখুন।

সরিষা:

- প্রয়োজনে সেচ প্রদান করুন।
- বালাইয়ের উপস্থিতি সনাক্তকরণে নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করুন বিশেষ করে পাতা খেকো লেদা পোকা সনাক্ত করতে।
- বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পর মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা, পাতলাকরণ ও আগাছা নিধনের জন্য জমিতে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- যথাযথ পরিমানে গাছের সংখ্যা বজায় রাখার জন্য পাতলাকরণের ব্যবস্থা নিন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন।
- স-ফ্লাইয়ের আক্রমন দেখা দিলে ক্লোরোপাইরিফস ২০ইসি@ ৫মিলি/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় সরিষায় অলটারনারিয়া ব্লাইট রোগ দেখা দিতে পারে। প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম রোভরাল ৫ ডব্লিউপি মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ৩ থেকে ৪ বার স্প্রে করুন।

মসুর:

- প্রয়োজনে হালকা সেচ প্রদান করুন।
- বীজ বপনের পর ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে একবার আগাছা নিধন করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট রোগ দেখা দিতে পারে। আক্রমণ দেখা দিলে রোভরাল ৫০ ডব্লিউপি ২% হারে পানিতে মিশিয়ে রৌদ্রজ্জ্বল দিনে সকাল ৯-১০ টার মধ্যে স্প্রে করুন।

উদ্যান ফসল:

- কচি ফল গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- কোল্ড প্যারালাইসিস থেকে রক্ষার জন্য ছোট উদ্যানতাত্ত্বিক উদ্ভিদ ঘাস দিয়ে ঢেকে দিন।
- ঠান্ডাজনিত ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য ফল গাছে প্রয়োজনে হালকা সেচ প্রদান করুন। কচি ফল গাছ ঠান্ডা হাওয়া থেকে রক্ষার জন্য খড়/পলিথিন শীট/ চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিন।
- ফল গাছে অর্গানিক মালচিং এর ব্যবস্থা করুন এবং আগাছা নিধন করুন।
- ৩-৪ মাস বয়সী কলাগাছে সিউডোষ্টিম উইফিল এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে ক্লেরোপাইরিফক্স ২মিলি/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন।

গবাদী পশু

- রাতের তাপমাত্রা হ্রাস পেতে শুরু করেছে, গবাদিপশু বিশেষ করে বাছুর এবং দুগ্ধবতী গাভীকে নিউমোনিয়া থেকে রক্ষা করতে সকালে ও সন্ধ্যায় চটের বস্তা দিয়ে ঢেকে রাখুন।
- গবাদী পশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।
- গবাদী পশুকে নিয়মিত টীকা দিন। ।
- গোয়াল ঘরের চালা ও মেঝে পরিষ্কার রাখুন।
- গবাদী পশুকে কৃমিনাশক দিন।
- গবাদিপশুকে আমিষ সমৃদ্ধ খাবার দিন।

হাঁস-মুরগী

- এক সপ্তাহের মুরগীর বাচ্চাকে রানীক্ষেত এবং দুই সপ্তাহের বাচ্চাকে গামবোরা রোগ থেকে বাঁচাতে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সহায়তায় টীকা দিন।
- মুরগীর ঘর সপ্তাহে অন্তত: ২ বার পরিষ্কার করুন।
- খোয়াড়ের চারদিকে চটের বস্তা অথবা পলিথিনের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীর বাচ্চাকে রক্ষা করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১/২ ঘন্টা বাল্ব জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি এবং রোগবালাই কমে যাবে।

মৎস্য:

- শীতকালে যেসব ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ হয় তা থেকে মাছকে রক্ষা করুন। রোগ থেকে রক্ষা পেতে পটাশ@৪-৫ মি.গ্রা/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে পুকুরে প্রয়োগ করুন।
- এসময় মাছে নানবিধ সমস্যা দেখা দিতে পারে, সমস্যা জটিল হলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হলো।
- পুকুরের চারপাশের ঝোপঝাড়সহ সম্পূর্ন পুকুর পরিষ্কার করুন।
- শীতকালে খাবারের পরিমান কমিয়ে দিন।
- দুপুর ২-৩ টার মধ্যে পুকুরে মাছের খাবার দিন।